প্রতিদিনের সংবাদ
www.protidinersangbad.com
ঢাকা, বুধবার ২৭ নভেম্বর ২০১৯, ১২
অগ্রহায়ণ ১৪২৬, ২৯ রবিউল আউয়াল
১৪৪১

## বগুড়ায় স্থানীয় সরকারমন্ত্রী

# সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদে ৬ গুণ আয় বাড়বে

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম গতকাল বগুড়ার শেরপুরের চকপাথালিয়ায় 'সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি' শীর্ষক আরডিএর প্রদর্শনী খামারের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন ● প্রতিদিনের সংবাদ

প্রকাশ : ২৭ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, আগের পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে প্রতি একরে ৪ হাজার টাকা লাভ হতো, সমবায়ভিত্তিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে চাষ করলে প্রতি একরে ২৪ হাজার টাকা লাভ হবে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন খরচ কম হবে। ফসলের গুণগত মান উন্নয়ন হবে। আয় বাড়বে ছয় গুণ।

গতকাল মঙ্গলবার বগুড়ার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সমবায়ভিত্তিতে চাষ করা জমির ধান কাটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মো. তাজুল ইসলাম বলেন, আধুনিক যন্ত্র কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা হবে। দেশের গ্রামকে শহরে পরিণত করতে জমির আইল না রেখে সমবায়ী ভিত্তিতে চাষাবাদ করতে হবে। বগুড়া ও কুমিল্লায় পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। এতে করে ফসলের উৎপাদন খরচ কমেছে এবং একই সঙ্গে উৎপাদন বেড়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। গ্রামকে শহরে পরিণত করতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। সরকারের 'আমার গ্রাম, আমার শহর' কর্মসূচি সফল করতে সবাইকে কাজ করতে হবে। এই কর্মসূচি সফল হলে দেশে দরিদ্রতা থাকবে না। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে শহরের সব সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে গ্রামে। অনুষ্ঠান শেষে সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিজমির আইল উঠিয়ে দিয়ে চাষাবাদের মাধ্যমে ফলানো খেতের ধান কাটা উদ্বোধন করেন তিনি।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব রেজাউল আহসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এবং বগুড়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবর রহমান। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়ার মহাপরিচালক

আমিনুল ইসলামের (অতিরিক্ত সচিব) সঞ্চালনায় এতে আরো বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান মজনু, কৃষক প্রতিনিধি কাশেম মন্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহাম্মদ ও পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান মন্ডল, শাজাহানপুর উপজেলা চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন সান্নু। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাষাবাদ করে লাভবান হবেন। ৪৪ বছর পর সেই চিন্তাচেতনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। সারা দেশে সুফল ছড়িয়ে দিতে হবে। বগুড়ার চকপাথালিয়া ইতিহাসে থাকবে। অনুষ্ঠানে আসা চকপাথালিয়া ও ফুলবাড়ি গ্রামের কৃষক কাশেম মন্ডল, শামসুর রহমান, নুরুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম জানান, তাদের সবার জমি প্রকল্পে দিয়েছেন। মন্ত্রী উদ্যোগ নেওয়ায় তাদের ৪০ শতাংশ খরচ সাশ্রয় হয়েছে। আগে জমির আইল নিয়ে ঝগড়া হতো, এখন আর তা হওয়ার সুযোগ নেই। যান্ত্রিকভাবে চাষাবাদ, সঠিক সময়ে কীটনাশক, ধানবীজ রোপণ, চারা রোপণ, সঠিক সময়ে ফসল কাটায় তারা এবার লাভের মুখ দেখছেন। তারা ভবিষ্যতে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করবেন বলে জানান। এতে তাদের কোনো সমস্যা হয়নি, বরং অনেক বেশি লাভবান তারা।

উল্লেখ্য, চকপাথালিয়া গ্রামবাসীদের নিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মাধ্যমে তাদের উদ্‌বুদ্ধকরণ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জমির আইল উঠিয়ে দিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ কাজ শুরু করা হয়। গবেষণা প্রকল্পটির পাইলটিং এলাকায় মোট ৭২টি প্লট ছিল। এ ৭২ প্লটের মোট আয়তন ৭৫৮ শতক। এর বাইরে ২২৪.৫ শতাংশ জমি রয়েছে যেখানে শুধু সবজি চাষাবাদ করা হয়। এরমধ্যে সর্বনিম্ন ২.৫ শতকের কয়েকটি প্লট ও সর্বোচ্চ একটি ৬৬ শতক আয়তনের প্লট আছে। পরবর্তীতে সেচের পানি ধরে রাখার সুবিধাসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ৭৮টি কৃষিজমির আইল তুলে দিয়ে ২৪টি বড় কৃষি প্লট তৈরি করা হয়েছে। এই ৭৮টি কৃষিজমির মালিক হলেন মোট ৪৪ জন গ্রামবাসী, যারা চকপাথালিয়া ও পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ি গ্রামে বসবাস করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে এবং তাদের সরেজমিনে ফলাফল দেখানোর জন্য আরডিএ নিজস্ব অর্থায়নে তাদের ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করে দেওয়া, ধানের চারা সরবরাহ, মেশিন দিয়ে ধানের চারা লাগানো, মেশিন দিয়ে আগাছা নিড়ানো এবং মেশিন দিয়ে ধান কাটা-মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের কাজে সহযোগিতা করছে। এতে কৃষিশ্রমিকের খরচ কম হয়েছে এবং উৎপাদন বেশি হয়েছে বলে কৃষকরা জানান।

এর আগে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) পরিদর্শন করেন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম ও প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য। তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতিথিরা আরডিএর প্রদর্শনী খামারের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং আইটি সেন্টারের সামনে বৃক্ষরোপণ করেন। এর আগে সকালে তারা রংপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এরপর মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী রংপুরে স্থাপিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ প্রকল্প ঘুরে দেখেন।